نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর ঐশী প্রেমের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে বলেছেন, মহানবী (সা.) আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ। সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে এ প্রেক্ষাপটে তাঁর খোদাপ্রেমের উল্লেখ করা হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে প্রকৃত ইবাদত হতেই পারে না। আজ আমি এ বিষয়েই আরও বিস্তারিত বর্ণনা করব।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর (সা.) ভালোবাসার মানদণ্ড এভাবে বর্ণনা করেছেন:

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

অর্থাৎ, **[হে মুহাম্মদ (সা.)] তুমি ঘোষণা করে দাও! আমার ইবাদত ও আমার কুরবানীসমূহ আর আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।** আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশের মাধ্যমে আমাদেরকেও এই মানগুলো অর্জন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইবাদতের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) মাধ্যমে আমাদের জন্য অসংখ্য নির্দেশ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ

অর্থাৎ, **আর আমি জ্বীন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।** আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক স্থানে বলেছেন:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعۡبُدُوۡا رَبَّکُمُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ وَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ

অর্থাৎ: **'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তিদেরও, যাতে তোমরা তাকওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন করতে পারো।'** সুতরাং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও তাকওয়া অর্জনের জন্য তাঁর ইবাদত করা এবং ইবাদতের মানকে উন্নত করা অপরিহার্য।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) যখন আমাদের এই আদেশগুলো দিয়েছেন, তখন তিনি নিজের আমলের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ তখনই পূর্ণ হবে যখন আমরা নিজেদের সেই মানদণ্ডে উন্নীত করার চেষ্টা করব। উম্মতের জন্য করা তাঁর দোয়াগুলো কেবল তখনই আমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে যখন আমরা তাঁর আদর্শ ও নির্দেশনাবলী সর্বদা সামনে রেখে আমল করব।

হুযূর আনোয়ার (আই.) কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, **একবার মহানবী (সা.) এমন একটি চাদরের ওপরে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন যাতে নকশা করা ছিল।** তিনি (সা.) নামায শেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, **এটি এখনই অমুকের কাছে নিয়ে যাও আর পরিবর্তন করে একটি সাদা চাদর নিয়ে আসো, কেননা এটি আমার মনোযোগ নষ্ট করছিল,** [অর্থাৎ, নামাযে মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছিল।]

হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রা.) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে একবার প্রশ্ন করা হয়, **আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল?** তিনি (রা.) বলেন, তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার যার ভেতরে খেজুরের আঁশ ভরে দেয়া হতো। হযরত হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার ঘরে তাঁর (সা.) বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি (রা.) বলেন, আমার ঘরে রেশমের বিছানা ছিল আর আমি এটিকে দু'ভাজ করে বিছিয়ে দিতাম, যার ওপর মহানবী (সা.) ঘুমাতেন। এক রাতে মহানবী (সা.)-এর বিছানাকে আমি চার ভাজ করে দেই যেন তা কিছুটা আরামদায়ক হয়। সকালে উঠে তিনি (সা.) বলেন, তুমি বিছানায় কী বিছিয়েছ? উত্তরে তাঁকে বলা হয়, এটি আপনারই বিছানা, আমি শুধুমাত্র চার ভাজ করে দিয়েছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে পূর্বের মতো করে দাও। কেননা, এটি রাতে আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বললেন-**'হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র কী হক রয়েছে?'** আমি বললাম-আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি (সা.) বললেন-**'আল্লাহ্‌র হক হলো বান্দারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'** অতঃপর তিনি (সা.) কিছুক্ষণ পথ চললেন এবং ডাক দিলেন: **'হে মুয়ায বিন জাবাল!'** আমি আরয করলাম: **'লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আমার পরম সৌভাগ্য।'** তিনি (সা.) বললেন: **'তুমি কি জানো আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার কী হক রয়েছে?'** আমি বললাম: 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।' তখন তিনি (সা.) বললেন: **তা হলো-তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বান্দাদের আযাব দেবেন না।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.) এর প্রশংসায় বলেন: মহানবী (সা.) যেমন কুরআন প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন, তেমনি সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্যও আদিষ্ট ছিলেন। সুতরাং, কুরআন শরীফ যেমন ধ্রুব সত্য ও নিশ্চিত, তেমনি তাঁর সুসংগত ও পরম্পরাগত সুন্নাতও ধ্রুব সত্য। মহানবী (সা.) এই উভয় দায়িত্বই নিজ হাতে সম্পাদন করেছেন এবং উভয়টিকে নিজের ফরয (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলে গণ্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন নামাযের নির্দেশ (অবতীর্ণ) হলো, তখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্

তা'লার এই বাণীকে নিজের আমলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং ব্যবহারিকরূপে প্রদর্শন করেছেন যে-ফজরের নামাযের রাকাত কয়টি, মাগরিবের কয়টি এবং বাকি নামাযগুলোর জন্য কত রাকাত। একইভাবে তিনি হজ্জ করে দেখিয়েছেন এবং এরপর নিজ হাতে হাজার হাজার সাহাবীকে (রা.) এই আমলের অনুসারী করে আমল ও অনুশীলনের এক শক্তিশালী সিলসিলাহ্‌র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বলেন: মহানবী (সা.) এই নফল ইবাদতগুলির প্রতি এতই যত্নশীল ছিলেন যে, এগুলো নফল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সাথে খেয়াল রাখতেন যে সাহাবীদের মধ্যে কে এই নফল (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ছে। তিনি শহরের অলি-গলিতে ও রাস্তায় ঘুরে দেখতেন যাতে জানতে পারেন যে সাহাবীদের মধ্যে কারা নফল পড়ছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি কয় ওয়াক্ত নামায পড়েন, তবে মানুষ অসন্তুষ্ট হয় এই বলে যে-'এটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার'। কিন্তু স্বয়ং মহানবী (সা.) তো তাহাজ্জুদ নামাযেরও খোঁজখবর নিতেন।

একবার এক সভায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর বিভিন্ন মহৎ গুণের উল্লেখ করা হলে মহানবী (সা.) বলেন, **সে ভালো মানুষ, কিন্তু শর্ত হলো, তাহাজ্জুদ পড়তে হবে**। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ সেই দম্পতির প্রতি কৃপা করুন যাদের মাঝে স্বামী যদি আগে জাগ্রত হয় তাহলে সে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগায়, আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী আগে জাগে তাহলে সে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগায়, আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন : নামাযে একাগ্রতা বা আবেগপ্রবণ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য মানুষের চেষ্টা করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি উপায় শিখিয়েছেন যে-নামাযে নিজের ভঙ্গি কান্নার মতো করো; কারণ এই বাহ্যিক অবস্থা অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে মানুষের কান্না চলে আসে।

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার আরেকটি লক্ষণ ছিল তাঁর যিকরে ইলাহী। **তিনি (সা.) ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী এবং তিন কুল তিন বার করে পাঠ করে মাথা থেকে সারা দেহে যতটুক পর্যন্ত পৌঁছাতো হাত বুলাতেন। এই সুন্নতের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের আমল করা উচিত।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন: অনেকে লিখে থাকে যে-আমাদেরকে ছোট কোনো দোয়া বলে দিন, কোনো যিকির বলে দিন যা আমরা নিয়মিত করতে পারি; যাতে আমাদের মধ্যে পুণ্য সৃষ্টি হয়, আমাদের পাপসমূহ মিটে যায়, আমাদের কাজগুলোও সুসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ হয়। তো (তাদের জন্য) প্রথম বিষয় হলো-ইবাদত, অর্থাৎ ফরজ নামাযসমূহ। এরপর হলো আল্লাহ্‌র যিকির। যিকির মানুষকে আরও অধিক পুণ্যের দিকে ধাবিত করে। এর পাশাপাশি অন্যান্য নৈতিক গুণাবলি ও সৎকর্ম করাও অত্যন্ত জরুরি।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, মহানবী (সা.) জুতো পরিহিত অবস্থাতেও নামায পড়তেন। অর্থাৎ যেখানে সহজসাধ্যতার প্রয়োজন হতো, তিনি তা গ্রহণ করতেন (অর্থাৎ তিনি লৌকিকতা করতেন না)।

সুতরাং জুতো যদি পাক-পবিত্র থাকে এবং এমন কোনো স্থান হয় যেখানে পা রাখলে নাপাকি লেগে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে জুতো পরেই নামায পড়া যেতে পারে। মহানবী (সা.) এটি করার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর এক বিশাল অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কৃত্রিমতা ও বাহুল্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

মহানবী (সা.) বা'জামাত নামায পড়ার প্রতি এতটা গুরুত্বারোপ করতেন যে, একজন অন্ধ সাহাবী তাঁর (সা.) কাছে এসে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, বৃষ্টির মধ্যে আমার মসজিদে আসতে সমস্যা হয়, তাই এ সময় আমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সা.) প্রথমে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি ফিরে যেতে লাগলে তিনি (সা.) তাকে পুনরায় ডেকে আনেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার কানে কি আযানের ধ্বনি পৌঁছায়? তিনি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলে মহানবী (সা.) বলেন, যদি আযানের শব্দ তোমার কানে পৌঁছায় তাহলে তোমাকে মসজিদে এসেই নামায পড়তে হবে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করার এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

6 February 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in